FEB. 6 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ২ ...

ছাত্রদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১তম সমাবর্তন উপলক্ষে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলিয়াছেন, রাজনৈতিক দলগুলির সহিত ছাত্র সংগঠনসমূহের সম্পৃক্ততা ছিন্ন করা হইলে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের ভিত্তি থাকিবে না। তিনি সন্ত্রাসকে ক্যাম্পাসের এক বড় সমস্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাহিরের কারণগুলি এইসব ঘটনার জন্য দায়ী। অনেক সময় সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ব্যবহার করা হয়।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি লইয়া রাষ্ট্রপতির এইসব মন্তব্য নূতন নহে। অতীতেও বিভিন্ন ফোরামে বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস এবং ছাত্র রাজনীতি লইয়া কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কোদালকে কোদাল বলিলে যাহারা রাগ করেন রাষ্ট্রপতির বক্তব্য তাহাদের ভাল লাগে নাই। কেহ কেহ আবার তাহার বক্তব্য না বুঝিয়া অথবা ভুল বুঝিয়া ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছিল। এতদসত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি যে আপন অবস্থান হইতে সরিয়া আসেন নাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রদত্ত তাহার ভাষণ সেই কথাই প্রমাণ করে। রাষ্ট্রপতির বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি ক্যাম্পাসের সমস্যার জন্য ছাত্রদের নহে, বরং বাহিরের কারণসমূহকে সুস্পষ্টরূপে দায়ী করিয়াছেন। এই কারণসমূহ মূলত রাজনৈতিক। বিশেষ করিয়া সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির শৃঙ্খলে ছাত্র সংগঠনসমূহকে বাঁধিয়া ফেলার পর হইতে ক্যাম্পাসের পরিবেশ যে কলুষিত হইতে শুরু করিয়াছে এই সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাষ্ট্রপতি যথার্থই বলিয়াছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছে। এই অবদান স্বীকার করিয়াও বলিতে হয়, কোনও কারণে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যাইতে হইলে এখন অনেকে অস্বস্তিবোধ করে। একদা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবক্ষয় অতীত কীর্তি বয়ান করিয়া চাপা দেওয়া যাইবে না। ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করা গেলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অবসান ঘটিবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইলে ধীরে ধীরে হারানো মর্যাদা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলির সহিত ছাত্র সংগঠনসমূহের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিন্ন করা যে ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করিবার স্বার্থে অপরিহার্য এই সত্য না মানিলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হইবে।

অতীতে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে এই দেশের ছাত্রসমাজ অগ্রসেনার ভূমিকা পালন করিয়াছে। কিন্তু ইস্যুভিত্তিক ভূমিকা পালন আর সার্বক্ষণিকভাবে রাজনীতিতে অবগাহন এক কথা নহে। ১৯৭৫ সালে জারি করা সামরিক আইন প্রত্যাহারের পূর্বে দেশে যখন বহুদলীয় রাজনীতি শুরু করিবার অনুমতি দেওয়া হয় তখন এই বিধান চালু করা হয় যে, ছাত্র সংগঠনসমূহ কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনে পরিণত হইবে। এই নিয়মের ফলে ছাত্র সংগঠনসমূহের নিজস্ব সত্তা হারাইয়া যায়। এখন যাহারা ছাত্র রাজনীতির পক্ষে কথা বলেন তাহারা মনে রাখেন না যে, নূতন নিয়ম অনুসারে আমাদের দেশে 'ছাত্র রাজনীতি'র যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে প্রায় আড়াই দশক আগে। ছাত্র রাজনীতির নামে যাহা চলিতেছে তাহা রাজনৈতিক দলসমূহের সুবিধাভোগী ভলান্টিয়ারবাহিনী হিসাবে ভূমিকা পালন ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব যাহারা ছাত্র রাজনীতি চালু রাখিবার পক্ষে তাহাদের দাবি বাস্তবায়ন করিতে হইলেও ছাত্র সংগঠনগুলিকে বাহিরের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইবে।